ক্যাটেল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র (CRDC)
পল্লী উন্নয়ন একডেমী, বগুড়া

১. প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ ঘনবসতিপূর্ণ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশে শ্লিতহারে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবহমানকাল ধরে গ্রামের মানুষ প্রাণীজ আমিষ যেমনঃ মাংস ও দুধ, ফসল উৎপাদনে মূল্যবান জৈবসার, বৈদেশীক মুদ্রা অর্জনে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য এবং গবাদিপশু পালন করে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে আসছে। উপর্যুক্ত গুরুত্ব থাকা সত্বেও গবাদিপশু পালনে গ্রামবাসী এবং উদ্বোক্তাগণ গো-খামার স্থাপনে আশানুরূপভাবে এগিয়ে আসছে না। এর কারণ দেশীজাতের গরু-মহিষ অত্যন্ত কম উৎপাদনশীল এবং প্রতিপালন অলাভজনক।

বাংলাদেশের গাভীর গড় দুধ উৎপাদন মাথাপিছু দৈনিক ১.০০-১.৫০ লিটার। অথচ সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ী মিল্ক ভিটা এলাকায় গাভীর মাথাপিছু গড় দুধ উৎপাদন প্রায় ১০-১২ লিটার। পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর প্রদর্শণী খামারে গাভীর গড় দুধ উৎপাদন দৈনিক ১২-১৪ লিটার।

দক্ষিণাঞ্চলের উপকূল এলাকায় এবং নদীর চরাঞ্চলে অনেক দেশী গরু-মহিষ পালন করতে দেখা যায়। যার দৈনিক গড় দুগ্ধ উৎপাদন গাভী প্রতি ১.০ থেকে ১.৫ লিটার মাত্র। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও পাকিস্তানে মহিষ দৈনিক গড়ে ১০ থেকে ১৫ লিটার দুধ দেয়। গরুর দুধের চেয়ে মহিষের দুধের গুণগতমান উন্নত। মহিষের দুধের SNG এবং Fat Value অনেক বেশী। মহিষ অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু প্রাণী ও রোগবালাই কম হয়। কাজেই ভারত থেকে উন্নত জাতের ষাঁড় মহিষের ও হিমায়িত বীর্য্য আমদানী করে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দেশী গরু মহিষের সাথে প্রজনন ঘটিয়ে পর্যায়ক্রমে দেশী মহিষের জাত উন্নয়নসহ দুধ ও মাংসের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং কৃষকের জন্য লাভজনকও বলে বাংলাদেশে অদ্যাবধি মহিষের জাত উন্নয়নের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে তেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

এছাড়া সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ী মিল্ক ভিটা এলাকায় ফ্রিজিয়ান ও জার্সি জাতের ষাঁড়ের বীজ দিয়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মিল্ক ভিটা এলাকায় গাভীর দুধ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু দেশের উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তর এলাকায় জেলা ও উপজেলায় শংকর জাতের গাভীর পর্যায়ক্রম উন্নয়ণ ও দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি আশানুরূপ সম্ভব হয়নি। এমতবস্থায় সরকারী পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজননের নানা প্রতিকুল অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে কৃষকদেরকে কৃত্রিম প্রজননে আগ্রহী করে গরুর জাতের উন্নয়ন প্রয়োজন।

সেই সাথে গরু ও মহিষের জন্য দানাদার খাদ্য ও সবুজ ঘাস সরবরাহসহ কৃষক ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুগ্ধ খামার লাভজনক করা যেতে পারে সে লক্ষ্যেই এ কর্মসূচি গ্রহণ করা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

ফলশ্রুতিতে মূল্যবান প্রাণীজ আমিষ খাদ্য যেমন- মাংষ ও দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের দ্বার উন্মোচিত হবে।

গরু ও মহিষের জাত উন্নয়নের জন্য কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা থাকবে। এ জন্য Frozen Semen ও সংরক্ষণের জন্য আনুসংগিক যন্ত্রপাতি স্থানীয়ভাবে ক্রয়/আমদানী করা হবে। কৃত্রিম প্রজননকারীদের মাসব্যাপী মিল্ক ভিটা এবং একাডেমীতে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। গবাদিপশুর জরুরী প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য শিক্ষেত বেকার যুবকদেরকে একাডেমীতে এনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং এর ফলে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। যারা গবাদিপশুর খামার স্থাপনে ইচ্ছুক তাদেরকে স্বল্পকালীন পশুপালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ রাখা হয়েছে।

কেন্দ্রে এবং উপ-কেন্দ্রে ফডার চাষ ও সাইলেজ উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকবে। সেই সাথে PPP Concept এর মাধ্যমে সুষম দানাদান গো-খাদ্য তৈরী এবং খামারীদেরকে সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া'র প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের অর্জিত সাফল্যসমূহ মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই করার লক্ষ্যে পল্লীর মানুষের আর্থ-সামাজিক ও জীবন জীবীকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমীর ৪১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে "ক্যাটেল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র" (CRDC) শিরোনামে একটি বিশেষায়িত সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়াও বিওজি সেন্টারটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ৪০ জন জনবল সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামোও অনুমোদন করে। যেখানে সরকারের আর্থিক কোন সংশ্লেষ থাকবে না। মূলতঃ এ সেন্টারটি তার নিজস্ব আয়ে পরিচালিত হবে।

২. উদ্দেশ্যঃ আধুনিক প্রজনন প্রযুক্তি (কৃত্রিম প্রজনন) ব্যবহারে দেশী গরু ও মহিষের উন্নয়ন তথা প্রতি ল্যাকটেশনে দুধের পরিমাণসহ মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি করাই এ কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য। কর্মসূচীর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

২.১ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ফ্রিজিয়ান জাতের পাশাপাশি জার্সি জাতের শংকর গাভী উৎপাদন;

২.২ চরাঞ্চল ও উপকূল এলাকায় কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দেশে মহিষের ক্ষেত্রে কৃত্রিম প্রজনন প্রয়োগ করে মহিষের দুগ্ধ ও মাংশ বৃদ্ধি করণ;

২.৩ সবুজ ঘাসের (ফডার) উৎপাদন বৃদ্ধি, সাইলেজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রযুক্তি উন্নয়ন; এবং

২.৪ প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তরের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩. ক্যাটেল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের আয়ের উৎস

৩.১ সিমেন বিক্রয়ের মূল্য থেকে আয়;

৩.২ উৎপাদিত উন্নত জাতের ঘাস বীজ/চারা বিক্রয়;

৩.৩ কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রসমূহে উৎপাদিত উন্নতজাতের ষাড় ও বকনা, বাছুর এবং বাতিল গরু বিক্রয় থেকে আয়;

৩.৪ দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রয়;

৩.৫ পরামর্শক হিসেবে আয়;

৩.৬ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে পরিচালিত কার্যক্রম/অনুদান;

৩.৭ প্রশিক্ষণ/গবেষণা/প্রায়োগিক গবেষণা থেকে আয়;

৩.৮ কেন্দ্র এবং উপকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কক্ষ ভাড়া এবং অন্যান্য।